ভোরের

২৮/৮/২০০০

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

জিয়া হলে নিহত ছাত্র ফিরোজ (ওপরে বাঁয়ে)। ফিরোজের রুমে পুলিশের তল্লাশি (ওপরে মাঝে)। জিয়া হলের সামনে পুলিশের অবস্থান (ওপরে ডানে)। নিচে সূর্যসেন হলে কক্ষ ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ —ভোরের কাগজ

রহস্যময় গুলিতে ছাত্রলীগ নেতা নিহত ঢা.বির ৪ হলে ছাত্রলীগের তাণ্ডব

ছাত্রদল কর্মীরা বিতাড়িত ❑ পরীক্ষা স্থগিত ❑ আবার লাগাতার ধর্মঘট আহ্বান

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া হলে গতকাল শুক্রবার ছাত্রলীগের এক নেতা গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। নিহত ছাত্রলীগ নেতার নাম ফিরোজ আহমেদ। তিনি জিয়া হলের ৪২০ নং রুমের আবাসিক ছাত্র। এই ঘটনার পর উত্তর পাড়ার চারটি হলের ছাত্রলীগ কর্মীরা ছাত্রদল কর্মীদের মারধর করে হল থেকে বের করে দেয় এবং হলগুলোতে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় এবং অগ্নিসংযোগ করে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২০ তারিখ পর্যন্ত সকল পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেছে।

ছাত্রদল এই ঘটনার প্রতিবাদে আজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার সর্বাত্মক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। ফিরোজ আহমেদের [illegible]

তিনি যখন জুম্মার নামাজ পড়তে যান তখন রুমে ফিরোজ এবং তার চার বন্ধু অবস্থান করছিলো। তারা সবাই বহিরাগত বলে তিনি জানান। চারজনের মধ্যে একজন ঢাকা কলেজের ছাত্রলীগের সহসভাপতি রাসেল এবং অন্য তিনজন ফিরোজের গ্রামের বাড়ি সিরাজগঞ্জের বন্ধু নাজু, সেন্টু এবং জহুরুল।

দুপুর দেড়টার দিকে ৪২০ নং রুমে এক রাউন্ড গুলির আওয়াজ শোনা যায় এবং এরপর ফিরোজকে তার কয়েক বন্ধু ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে নেওয়ার পথেই তিনি মারা যান। এদিকে ফিরোজকে কারা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন সে ব্যাপারে [illegible]

ফিরোজের মৃত্যুর পর তার লাশের পাশে কাউকেই দেখা যায়নি।

এদিকে ফিরোজ নিহত হওয়ার পর তার সঙ্গে থাকা মোবাইল ফোনের কোনো হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। ফিরোজের এক রুমমেট মোবাইল ফোনটি হলের ছাত্রলীগ নেতা রকি এবং আলমগীরের কাছে রয়েছে জানালেও তারা তাদের কাছে মোবাইল ফোন থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেন।

এই মোবাইলে ফিরোজের গুলিবিদ্ধ হওয়ার সময় রুমে উপস্থিত নাজু, সেন্টু এবং রাসেলের মোবাইল ফোন নাম্বার আছে বলে জানা যায়। হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, নাইন এম এম রিভলবারের একটি গুলি ফিরোজের গলার বামপাশ দিয়ে প্রবেশ করে পেছন দিয়ে বের হয়ে গেছে।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, বন্ধুদের সঙ্গে রিভলবার নিয়ে নাড়াচাড়া করার সময় অসাবধানতাবশত তার গলায় গুলি লাগে। কিন্তু অন্য একাধিক সূত্র জানায়, যেভাবে গুলি সোজা প্রবেশ করে বাইরে বের হয়ে গেছে তাতে মনে করা হচ্ছে কেউ তার খুব কাছ থেকে গলায় গুলি করেছে। অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরেই ফিরোজ নিহত হয়েছেন বলে ঐ সূত্র জানায়।

সূত্র জানায়, এই ঘটনার পর জিয়া হলের এক ছাত্রলীগ নেতা যাকে আগে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

এদিকে গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরপরই ফিরোজের বন্ধুরা রুমের সমস্ত রক্তের দাগ মুছে ফেলেন এবং রক্তমাখা চাদর নিচে ফেলে দেন। হলের সাধারণ ছাত্ররা জানান, হল থেকে ফিরোজকে তার বন্ধুরা হাসপাতালে নেওয়ার পথে ছাত্রদের জানান যে, রুমের জানালার কাচ গলায় লেগে তিনি আহত হয়েছেন। ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে ফিরোজ আহত হয়েছেন এসব কথাও ছাত্রদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পর পুলিশ হল তল্লাশি করে ফিরোজ-এর রুম থেকে একটি রাইফেলের জং ধরা নল ছাড়া কোনো কিছু উদ্ধার করতে পারেনি। সাধারণ ছাত্রদের সূত্রে জানা যায়, ঘটনার পরপরই ফিরোজের রুম থেকে একটি রিভলবার মুহসীন হলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এ সময় কয়েকজন জিয়া হলের ছাত্রলীগ নেতা অস্ত্রসহ কাঁটাবন মার্কেটের দেওয়াল টপকে বাইরে চলে গেছে বলেও সূত্র জানায়।

এদিকে ফিরোজ নিহত হওয়ার খবর উত্তর পাড়ার হলগুলোতে ছড়িয়ে পড়লে ছাত্রলীগ এক পর্যায়ে উত্তর পাড়ার চারটি হলে ছাত্রদলের প্রায় ৩০ জন নেতাকর্মীকে বেদম প্রহার করে। ছাত্রলীগ বঙ্গবন্ধু, জিয়া, জসীমউদদীন এবং সূর্যসেন হলের প্রায় ২৫টি রুম ভাঙচুর করে। ছাত্রলীগের তাণ্ডবে ছাত্রদলের প্রায় শতাধিক কর্মী হল ছেড়ে [illegible]

ছাত্রলীগের হামলায় বঙ্গবন্ধু হলের ছাত্রদল কর্মী নাজমুল, হারুন, আজিজ, সাগর এবং গাফফার, জিয়া হলের জাভেদ, সুমন, সায়েম, দেলোয়ার, শাওন এবং শাহীন, জসীমউদদীন হলের লোকমান, হান্নান, রিপন, কাইয়ুম এবং মোমিন প্রমুখ ছাত্রদল নেতাকর্মী আহত হন। এদের মধ্যে জসীমউদদীন হলের ৫২৫নং রুমের ছাত্র হান্নানকে বাথরুমে থাকা অবস্থায় এবং ২১৮ নং রুমের লোকমানকে লোহার রড এবং গজারির লাঠি দিয়ে মারাত্মক প্রহার করলে তাদের হাত ও কোমর ভেঙে যায় বলে সূত্র জানায়।

আহত অনেককে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু হলের প্রধান ফটক আটকে ছাত্রদল কর্মীদের মারপিট করা হলে অনেকে রুম থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মরক্ষা করেন। সূর্যসেন হলের ৪০২, ৪২০ এবং ৪৫০ নং রুমে ছাত্রলীগ কর্মীরা অগ্নিসংযোগ করেন বলে জানা যায়।

জিয়া হলে ছাত্রলীগ এবং ছাত্রদল কর্মীদের মধ্যে এক পর্যায়ে হাতাহাতি শুরু হলে পুলিশ মৃদু লাঠিচার্জ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ সময় ছাত্রদলের মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুনকে রাইফেলের বাট দিয়ে হাতে আঘাত করা হয় বলে তিনি জানান।

এদিকে ছাত্রলীগ নেতা ফিরোজ আহমেদের নিহত হওয়ার ঘটনায় ছাত্রলীগ এক সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদলকে দায়ী করে বলেছে, হলগুলোতে বিদ্যমান শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে ব্যাহত করতে এবং হল দখলের অংশ হিসেবে ছাত্রদল এই ঘটনা ঘটিয়েছে।

প্রেসক্লাবে ছাত্রদল আয়োজিত আরেক সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদল জানায়, এই ঘটনায় ছাত্রদলের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। ছাত্রদল এই ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছে। ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ বলেন, এই ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রমাণ হলো হলগুলো অস্ত্র ও বহিরাগতমুক্ত বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে দাবি করেছে তা ডাহা মিথ্যা।

ছাত্রদল সকল হল থেকে অস্ত্র উদ্ধার ও বহিরাগতদের গ্রেপ্তার এবং হলে হলে সহাবস্থান নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে।

এদিকে নিহত ফিরোজ আহমেদের ময়নাতদন্তকারী ঢাকা মেডিকেলের ফরেনসিক বিভাগের ডা. নাসিমুল ইসলাম সূত্রে জানা যায়, খুব কাছ থেকে তার গলায় রিভলবার-এর গুলি লেগেছে। মর্গে থাকা ফিরোজ আহমেদের লাশ নিতে এ পর্যন্ত তার কোনো আত্মীয়স্বজন হাসপাতালে আসেননি বলে জানা যায়।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই ঘটনা তদন্তের জন্য উপ-উপাচার্যকে আহ্বায়ক করে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেছে।